بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৬/০৩ শুক্রবার, ২৩ জুমাদাল আখিরা, ১৪৪২ হিজরী ০৫/০২/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بسم الله الرحمن الرحيم

আল-জাজিরা শেখ হাসিনার দুর্বৃত্ত সরকার সম্পর্কে নতুন কিছু প্রকাশ করেনি; মিডিয়ার উচিত এসব দুর্বৃত্তদের প্রজননক্ষেত্র পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করা

আল-জাজিরা চ্যানেলের অনুসন্ধান বিভাগ একাধিক গোপন রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে হাসিনা সরকারের মেগা রাজনৈতিক দুর্নীতি ফাঁস করার দাবী করছে (*"All the Prime Minister's Men"*, aljazeera.com, ১ ফেব্রুয়ারী, ২০২১)। তারা একটি প্রামাণ্যচিত্র সম্প্রচার করে যেখানে প্রকাশ করা হয় যে, কিভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ এক দুর্বৃত্ত-বাহিনী বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীগুলোর সাথে আঁতাত করে প্রতিপক্ষকে অপহরণ এবং সরকারী কাজ পাইয়ে দেয়ার বিনিময়ে মিলিয়ন-মিলিয়ন টাকা ঘুষ হিসেবে হাতিয়ে নিচ্ছে। প্রামাণ্যচিত্রটি বাংলাদেশের বর্তমান সেনাপ্রধানের সাজাপ্রাপ্ত ভাইদের গোপনে ধারণ করা ভিডিও প্রচার করে, যেখানে তারা অবলীলায় স্বীকার করছে কুখ্যাত Rapid Action Battalion (RAB) এবং পুলিশকে তারা তাদের সুরক্ষা এবং নিজস্ব "গুন্ডা বাহিনী" হিসেবে ব্যবহার করে।

বাস্তবতা হচ্ছে, হাসিনার দুর্বৃত্ত সরকারের রাজনৈতিক দুর্নীতির এই খবর বাংলাদেশের জনগণের জন্য অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়। যখন বিষয়গুলো কমবেশি সবাই জানে, তখন এগুলো প্রকাশের প্রচেষ্টা নতুন কোন মাত্রা যোগ করে না, এবং মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোড়নের একমাত্র কারণ হচ্ছে "কণ্ঠহীন" স্থানীয় মিডিয়া এই নামগুলি বা কার্যকলাপগুলি উল্লেখ পর্যন্ত করতে পারে না। আসলে সংবাদমাধ্যমগুলোর দায়িত্ব হওয়া উচিত জনগণ যেসব বিষয় সম্পর্কে অবগত নয় সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা এবং দেশের সংকটকালীন সময়ে জনগণকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। কিন্তু আল-জাজিরা কিংবা আমাদের স্থানীয় মূলধারার গণমাধ্যম কেউই প্রকৃত মাস্টারমাইন্ড অর্থাৎ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচন করেনি, যারা হাসিনার অপরাধী সরকারকে অব্যাহতভাবে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা পুঁজিবাদী সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এই সংবাদমাধ্যমগুলো কখনোই সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী এবং তাদের বিদ্বেষপূর্ণ পরিকল্পনার মুখোশ উন্মোচন করবে না। ১৯২৪ সালে খিলাফত ধ্বংসের পর থেকে এসব সাম্রাজ্যবাদীরা সকল মুসলিমদেশগুলোর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন অব্যাহত রেখেছে। তারা আমাদের ভূ-খন্ডসমূহে তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য জনগণের উপর আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মতো দুর্বৃত্ত দালাল শাসকগোষ্ঠীকে চাপিয়ে যাচ্ছে। যখন কোন অপরাধী সরকার জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং জনগণ তাদেরকে উৎখাতের প্রচেষ্টা চালায়, তখন মূলধারার গণমাধ্যমগুলো ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করে কৃতিত্ব নেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু অপরাধীদের লালনকারী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বরূপ গোপন করে আরেক অপরাধী সরকারের ক্ষমতায় আসার পথকে প্রশস্ত করে দেয়। সুতরাং এসব সংবাদমাধ্যমগুলো যদি নিজেদেরকে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ দাবী করে তবে তাদের উচিত অপরাধী সরকারের পেছনে থাকা মাস্টারমাইন্ড তথা কাফির সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচন করা এবং জনগণকে আহ্বান জানানো যেন তারা পঁচে যাওয়া পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরিত্যাগের মাধ্যমে পশ্চিমা আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে, যা তাদের সমস্ত দুর্বৃত্তায়নের মূল কারণ।

হে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ, আপনারা কিভাবে সম্মান ও সততার জীবন অতিবাহিত করবেন যখন আপনাদেরকে মাফিয়া সেনাপ্রধান এবং বিক্রি হয়ে যাওয়া জেনারেলদের নেতৃত্ব মেনে নিতে হচ্ছে। তারা নিয়োজিত আছে শুধুমাত্র কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষায় আমাদের ভূ-খন্ডে তাদের দালাল শাসকদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য। এবং সাম্রাজ্যবাদীরাও দুর্বৃত্ত এই বেসামরিক ও সামরিক নেতৃত্বকে জিইয়ে রাখবে যাতে তাদের আধিপত্য নিশ্চিত থাকে। দুর্বৃত্ত এই সরকার আপনাদেরকে দুর্নীতি ও ভয়ের অন্ধকার গলিতে ঠেলে দিচ্ছে যাতে আপনাদের মধ্যে উম্মাহ্'কে রক্ষার চেতনাকে ধ্বংস করা যায়, যেমনটি তারা পুলিশ বাহিনীর সাথে করেছিল। আপনাদের সহকর্মী অনেক সামরিক অফিসার একদা সৎ ছিলেন, কিন্তু এখন এই দুর্বৃত্ত সরকারের কালো পোষাক পরিহিত হুকুমের গোলামে (RAB) পরিণত হয়েছেন। যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছে আপনারা আপনাদের অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডের কারণে উম্মাহ্'র নিকট ক্রমাগত বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছেন। এই সরকার আপনাদেরকে মুশরিক শত্রুরাষ্ট্র ভারতের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে বাধ্য করেছে, যারা পিলখানায় আপনাদের ভাইদেরকে হত্যা করেছে। তারা তথাকথিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের নামে আপনাদেরকে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের ভাড়াটে বাহিনীতে পরিণত করেছে। পদ্ধতিগতভাবে তারা

আপনাদেরকে সরকারের একটি দুর্নীতিগ্রস্ত অঙ্গপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করছে, যাতে জনগণ আপনাদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করে। তাছাড়া তারা আপনাদেরকে পশ্চিমাদের আজ্ঞাবহ বাহিনীতে পরিণত করে আপনাদের মধ্যে আল্লাহ্'র রাহে জিহাদের চেতনাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চাচ্ছে।

হে অফিসারগণ, হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আহ্বানের প্রতি সাড়া দিন! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র শত্রুদের প্রতি আনুগত্যের জন্য আপনারা এখন যে প্রতিদান পাচ্ছেন, তা শেষবিচারের দিনে আল্লাহ্ আল-হাসিবের (গণনাকারী) সামনে চরম অপমান ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে বলতে পারে 'যথেষ্ট হয়েছে' এবং আল্লাহ্'র ওয়াস্তে এসব দুর্বৃত্তকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে? সত্যনিষ্ঠ দল **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে যোগ দিন, এবং কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদের ভূমি থেকে পশ্চিমা-সমর্থিত পুঁজিবাদী গণতন্ত্রকে উৎখাত করে নবুয়্যতের আদলে প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সামরিক সহায়তা (নুসরাহ্) প্রদান করুন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

*** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ***

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সেই আহ্বানে সাড়া যখন তোমাদেরকে এমনকিছুর দিকে আহ্বান করা হয় যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে" [সূরা আনফাল: ২৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ